DEC. 1 4 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ বছরে ১৪টি হত্যাকাণ্ড ঘটে ॥ বিচার মেলেনি কোনটির

তোফাজ্জল হোসেন রনি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর স্বাধীনতা উত্তর ৩০ বছরে বারবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বি ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ছাত্রনেতা আবুল হাসেম রেজাউল করিম হাসুর হত্যাকাণ্ডসহ নিহতের সংখ্যা চৌদ্দে পৌছে। অতীতের ১৩টি হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার মেলেনি। হাসু হত্যার বিচারের দাবীতে ক্যাম্পাস এখনও উত্তপ্ত।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ যাবৎ ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, শিবির, ছাত্র সমাজ এবং কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছে ৫১ বার। এতে নিহত হয়েছে ১৪ জন, আহত হয়েছে সহস্রাধিক। শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়েছে শতাধিক ছাত্রের। ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক কক্ষে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে প্রায় ৩ বছর।

প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৭৩ সালে। কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র সংঘর্ষে রঞ্জিত নামে এক ছাত্র নিহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ১ মাস। এ থেকেই শুরু হত্যার রাজনীতি। ১৯৮০ সালে নিহত হয় ৪ জন ছাত্র নেতা।

এতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ৫ মাস। ১৯৮২ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এরশাদ সমর্থিত ছাত্র সমাজের সাথে সাধারণ ছাত্র, প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের একাধিকবার সংঘর্ষ বাধে। এরশাদ ভ্যাকেশন ছিল মোট ১ বছর ৫ মাস। এরপর হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৯৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী। ছাত্রদলের গ্রুপিং কোন্দলে নিহত হয় ছাত্রনেতা রেজাউর রহমান সবুজ। ১৯৯৪ সালে শিবিরের ইন্ধনে কর্মচারীদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষে গাজী নামে কর্মচারী পুত্র কলেজ ছাত্র নিহত হয়। ১৯৯৫ সালের ১৫ও ১৬ই ডিসেম্বর ছাত্রশিবির ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সংঘর্ষে শিবিরের ৪ জন কর্মী নিহত হয়। ৯১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত ৫ দফায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৮ মাস।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে ছাত্রদল প্রায় ৬ মাস পর বিতাড়িত হয়। এতেই ১৯৯৬ সালের ৯ই নভেম্বর বন্দুকধারীদের গুলীতে কামাল ও রঞ্জিত নামে দু'জন ছাত্র নিহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদলের ১১ জন নেতাকে বহিষ্কার করে। ছাত্রদল হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করে আওয়ামী লীগ আমল হতেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে আজ অবধি আন্দোলনে রয়েছে। ১৯৯৬ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকেনি। ছাত্রলীগের গ্রুপিং সংঘর্ষ ঘটলেও কোন ছাত্র নিহত হয়নি। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর ছাত্রলীগ স্বেচ্ছায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। ছাত্রদল একক আধিপত্য বিস্তার করে। শুরু হয়ে যায় আভ্যন্তরীণ গ্রুপিং কোন্দল। জন্ম নেয় ছাত্রদল সভাপতি এস,এম,এ

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৭ম পৃঃ পর)

খালিদ গ্রুপ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফিক গ্রুপ, সাবেক ছাত্রদল আহ্বায়ক রেজাউল করিম হাসু গ্রুপ (বর্তমানে মৃত) ও সাধাঃ সম্পাদক শাহাদত হোসেন বিপ্লব গ্রুপ।

খালিদ গ্রুপ রেল লাইনের পূর্ব পাশের ৬টি হলের নিয়ন্ত্রণ করে। শফিক-বিপ্লব গ্রুপ একত্রে অবস্থান নেয়। হাসু গ্রুপসহ শফিক-বিপ্লব গ্রুপ রেল লাইনের পশ্চিম পাশের তিনটি হল নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন সরকারের মেয়াদকাল শুরু হতেই গ্রুপিং চরমে পৌঁছায়। গত ১৫ নভেম্বর হাসু গ্রুপ বিপ্লব গ্রুপকে সোহরাওয়ার্দী হল থেকে বিতাড়িত করে। ২৬ নবেম্বর হাসু গ্রুপ প্রধান গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

এ চাঞ্চল্যকর নির্মম হত্যাকাণ্ডে ক্যাম্পাস এখনও উত্তপ্ত। ক্লাস, পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিচারের দাবীতে ছাত্রদল সভাপতি খালিদ গ্রুপের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

এ নিয়ে ভিসি প্রফেসর মুঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইত্তেফাক সংবাদদাতাকে জানান পেশীশক্তি ওগোলাবারুদ নির্ভর ছাত্র রাজনীতি পরিহার না করতে পারলে আরও মেধাবী তরুণ ঝরে যাবে।

উল্লেখ্য, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটি, মন্ত্রী, ভিসি, ডিসি, এসপি'র তদারকি রয়েছে। তার পরেও তা ভেস্তে যায়।